বৈশেষিক সম্মত গুণ (Quality) পদার্থ

বৈশেষিক স্বীকৃত ভাব পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম দ্বিতীয় পদার্থ হল গুণ। দ্রব্যেই গুণ থাকে। দ্রব্য হল গুণের সমবায়ি কারণ অর্থাৎ দ্রব্যে সমবেত হয়ে গুণ উৎপন্ন হয়। গুণ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। গুণ দ্রব্য নির্ভর, কিন্তু দ্রব্য থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ, যেহেতু তা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়।

তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের দীপিকা টীকাতে গুণের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ’ অর্থাৎ যে পাদার্থটি দ্রব্য ও কর্ম থেকে পৃথক, কিন্তু সামান্যবান্, তাই গুণ। এই লক্ষণটি গুরু বা ভারী বলে অন্নংভট্ট নিজেই দীপিকাটীকাতে লঘু লক্ষণ দিয়ছেন। তা হল ঃ ‘গুণত্বজাতিমান্ বা’ অর্থাৎ গুণত্ব জাতিই গুণের লক্ষণ। গুণত্ব জাতি সকল গুণে থাকে, গুণ ভিন্ন অন্য কোথাও থাকে না।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রগ্রন্থে গুণের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘দ্রব্যাশ্রয়ী অগুণবান্ সংযোগবিভাগেষবকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্’ অর্থাৎ যে পদার্থটি দ্রব্যে আশ্রিত বা সমবেত, গুণশুন্য, সংযোগ ও বিভাগের প্রতি যা অন্য কোন ভাব পদার্থকে অপেক্ষা না করে কারণ হয় না তাই গুণ। গুণ অসমবায়ি কারণ হলেও কোন কিছুর সমবায়িকারণ হয় না। সব গুণ দ্রব্যাশ্রিত বলে গুণে আর কোন গুণ থাকে না। তাই গুণ নিজে গুণহীন। গুণ কর্ম থেকেও ভিন্ন। কর্ম দ্রব্যে আশ্রিত ও গুণহীন। কিন্তু কর্ম বা ক্রিয়া কোন ভাব পদার্থকে অপেক্ষা না করেই সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয়। যেমন কোন দ্রব্যে বেগ বা গতি উৎপন্ন হলে সেই বেগ বা গতি থেকে সেই দ্রব্যে কর্ম বা ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই কর্মের ফলে সেই দ্রব্যের পূর্বসংযোগ ধ্বংস বা বিভাগ উৎপন্ন হয়ে উত্তর বা পরবর্তী সংযোগ উৎপন্ন হয়। তাই বেগ বা গতিরূপ গুণ কর্মকে অপেক্ষা করে সংযোগ ও বিভাগের প্রতি কারণ হয়।

কিন্তু গুণের এই লক্ষণটি নির্দোষ হলেও এতে গৌরব দোষ হয়। তাই লঘু লক্ষণ বলা হয়েছে, ‘গুণত্ববত্ত্ব গুণত্ব’ বা গুণত্বই গুণের লক্ষণ। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচারীয়াও গুণত্বকে গুণের লক্ষণ বলেছেন।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রে মোট সতেরটি গুণের কথা বলেছেন। এগুলি হল ঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ চব্বিশটি গুনের কথা বলেছেন তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে। প্রশস্তপাদ স্বীকৃত বাকি সাতটি গুণ হল ঃ গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট(ধর্ম ও অধর্ম) ও শব্দ।

আমরা এখন বৈশেষিক স্বীকৃত এই চব্বিশ প্রকার গুণের স্বরূপ পর্যায়ক্রমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

রূপ(Colour)ঃ কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় যে গুণ তাকেই রূপ বলা হয়(চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যো গুণো রূপম্) রূপ চক্ষু ইন্দিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বললে বুঝতে হবে রূপ কেবল চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। রূপের লক্ষণে 'মাত্র' শব্দ থাকায় এই লক্ষণ আর সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি গুণে যাবে না। ফলে লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণ যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তেমনি স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও গৃহীত হয়। কিন্তু রূপ চক্ষু ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না। আবার রূপের লক্ষণে 'গুণ' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় রূপের লক্ষণের রূপত্বাদি জাতিতে অতিব্যাপ্তি হবে না। রূপত্ব জাতি, রূপত্বব্যাপ্য নীলত্বাদি জাতি, রূপের অভাব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হলেও ঐগুলি গুণ নয়।

বৈশেষিক দার্শনিকগণ সাত প্রকার রূপ স্বীকার করেন। এগুলি হল ঃ শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিৎ (সবুজ), কপিশ ও চিত্র। এই রূপগুলির আবার নামভেদ আছে। ন্যায়-বৈশেষিকমতে, নীল, কৃষ্ণ, শ্যাম, কাল প্রভৃতি অভিন্ন। কৃষ্ণ ও পীতরূপ মিশ্রিত রূপ হল কপিশ। কৃষ্ণ ও হরিৎ মিশ্রিত রূপ হল নীল। এঁদের মতে, চিত্ররূপ একটি অতিরিক্ত রূপ। একটি বস্ত্র শুক্ল, নীল প্রভৃতি নানারূপ বিশিষ্ট তন্তুসমূহ থেকে উৎপন্ন হতে পারে। বস্ত্রটির কোন অংশ নীল, কোন অংশ শুক্ল, আবার অন্য কোন রংয়ের তন্তু থেকে উৎপন্ন। বস্ত্রের নানা রূপ থাকায় কেউ কেউ রূপকে অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ বলেছেন। তাই তাঁরা বস্ত্রের নানা রূপকে চিত্ররূপ বলেছেন।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে রূপ একটি ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ। রূপ যখন কোন দ্রব্যে থাকে, তখন তা ঐ দ্রব্যের সর্বাংশ ব্যাপেই থাকে। রূপ কখনও অব্যাপ্যবৃত্তি হয় না। সুতরাং তাঁদের মতে বস্ত্রে নীলাদি নানা রূপ আছে এমন বলা যায় না। বস্ত্রে একটিই রূপ আছে এবং ঐ রূপটি চিত্ররূপ বলা যায়। ন্যায়-বৈশেষিকমতে, অবয়বী অবয়ব থেকে ভিন্ন। তন্তু অবয়ব, বস্ত্র অবয়বী। তন্তুর রূপ(অবয়ব) বস্ত্রের প্রত্যক্ষসাধক হয় তা বলা অসঙ্গত। সুতরাং প্রত্যক্ষের অনুরোধে বস্ত্রকে রূপবান বলতেই হয়। কারণ, রূপহীন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। বস্ত্রের শুক্ল, নীলাদি নানা রূপ মিলিতভাবে যে বস্ত্ররূপ উৎপন্ন করে সেই রূপই চিত্ররূপ।

রূপ পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি দ্রব্যে থাকে। অন্য দ্রব্যে রূপ নামক গুণটি থাকে না। রূপ, পৃথিবী, জল ও তেজে থাকলেও তা তেজেরই বিশেষ গুণ। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজ পরমাণু থেকে উৎপন্ন। তাই চক্ষুরিন্দ্রয় তৈজস বা তেজ দ্রব্য। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রূপের উৎকর্ষ থাকায় রূপ কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি দ্রব্য। যে ইন্দ্রিয় যে দ্রব্য সেই ইন্দ্রিয় সেই দ্রব্যের বিশেষ গুণকে প্রত্যক্ষ করে। চক্ষু তেজ দ্রব্য বলে চক্ষু কেবল তেজের বিশেষ গুণ রূপকে প্রত্যক্ষ করে।

রস(taste)ঃ রসনা ইন্দ্রিয় বা জিহ্বা দ্বারা গৃহীত হয় যে গুণ তাকে রস বলে। (রসনা গ্রাহ্য গুণো রসঃ) রস ন্যায়-বৈশেষিক মতে ছয় প্রকার ঃ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু (ঝাল), কষায় ও তিক্ত। রস পৃথিবী ও জলে থাকে। অন্য কোন দ্রব্যে থাকে না। রসনা ইন্দ্রিয় জল পরমাণু থেকে উৎপন্ন। রসনা জলীয় দ্রব্য। জলের বিশেষ গুণ রস। রসনা জলীয় দ্রব্য হওয়ায় এবং রসনায় রসের উৎকর্ষ থাকায় রসনা ইন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা কেবল রস গুণ গ্রহণে সমর্থ।

গন্ধ ঃ 'ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণো গন্ধঃ' অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত গুণ হল গন্ধ। গন্ধ দু-প্রকার ঃ সুরভি ও অসুরভি। গন্ধ কেবল পৃথিবীতে থাকে। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় পৃথিবী নামক পরমাণু থেকে উৎপন্ন। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় পার্থিব দ্রব্য। পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় পৃথিবী দ্রব্য হওয়ায় এবং ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ে গন্ধের উৎকর্ষ থাকায় ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় কেবল গন্ধ গ্রহণে সমর্থ হয়।

স্পর্শ(smell)ঃ কেবলমাত্র ত্বক ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় যে গুণ, তাকে স্পর্শ বলে (ত্বগিন্দ্রিয়মাত্র গ্রাহ্য গুণঃ স্পর্শঃ) স্পর্শের লক্ষণে 'মাত্র' শব্দ থাকায় সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগাদি গুণে ঐ লক্ষণের আর অতিব্যাপ্ত হবে না। কারণ সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি গুণ কেবল ত্বক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, সেগুলি চক্ষুর দ্বারাও গৃহীত হয়। স্পর্শের লক্ষণে 'গুণ' শব্দ থাকায় ঘট, পটাদি দ্রব্যে ও স্পর্শত্বাদি জাতিতে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ, ঘট, পটাদি দ্রব্য, স্পর্শত্বাদি জাতি ত্বক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হলেও সেগুলি গুণ নয়। স্পর্শ তিন প্রকার ঃ শীত, উষ্ণ ও নাতি শীতোষ্ণ। স্পর্শ পৃথিবী, জল, আগুন ও বায়ু - এই চারটি দ্রব্যে থাকে। ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ু পরমাণু থেকে উৎপন্ন। ত্বক ইন্দ্রিয় বায়বীয় বা বায়ু দ্রব্য। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ। ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ু দ্রব্য হওয়ায় ত্বক ইন্দ্রিয়ই কেবল স্পর্শ গ্রহণে সমর্থ হয়।

সংখ্যা(number)ঃ এক, দুই, তিন ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু যে গুণ তাকে সংখ্যা বলে। (একত্বাদি ব্যবহার হেতুঃ সংখ্যাঃ) সংখ্যা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ,কাল, দিক, আত্মা ও মন - ইত্যাদি নয়টি দ্রব্যেই থাকে। তাই সংখ্যাকে সামান্য গুণ বলা হয়। একত্ব থেকে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা নামে অভিহিত হয়। যে দ্রব্যে একত্ব সংখ্যা থাকে তাকে ‘এক’ বলে। যাতে দ্বিত্ব সংখ্যা থাকে তাকে ‘দুই’ বলে। একত্ব সংখ্যা নিত্য ও অনিত্য হতে পারে। দ্বিত্বাদি সংখ্যা সর্বদাই অনিত্য হয় অর্থাৎ দ্বিত্ব ইত্যাদি সংখ্যার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়।

দুটি দ্রব্যকে লক্ষ্য করে ‘এই দুটি’ এরূপ জ্ঞান হয়। দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তিতে ঐ দুটি দ্রব্য সমবায়িকারণ হয়। ঐ দুটি দ্রব্যে স্থিত ‘এটি এক’, ‘এটি এক’ এরূপ দুটি একত্ব সংখ্যার জ্ঞান দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হয়।

পরিমাণ(magnitude)ঃ মান ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরিমাণ বলে(মান ব্যবহার অসাধারণ কারণং পরিমাণম্)। অর্থাৎ এটি ছোট, এটি বড়, এটি দীর্ঘ, এটি হ্রস্ব, এরূপে দ্রব্যের পরিমাণের যে ব্যবহার হয়, তার অসাধারণ কারণকেই পরিমাণ বলে। পরিমাণ গুণটি পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যেই থাকে। তাই পরিমাণকে সামান্য গুণ বলা হয়েছে। পরিমাণ চার প্রকার ঃ অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব।

পৃথকত্ব(distinctness)ঃ একটি দ্রব্য অন্য দ্রব্য হতে পৃথক, এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পৃথকত্ব বলা হয়েছে(পৃথকত্ব ব্যবহার অসাধারণ কারণং পৃথকত্বম্) পৃথকত্ব পৃথিবী প্রভৃতি নটি দ্রব্যেই থাকে। তাই পৃথকত্বকে সামান্য গুণ বলা হয়েছে।

সংযোগ(conjunction)ঃ ‘সংযুক্ত ব্যবহার হেতু সযোগঃ’ অর্থাৎ দুটি দ্রব্য সংযুক্ত এরূপ ব্যবহারের হেতুকে সংযোগ বলা হয়েছে। সংযোগ নামক গুণটি নটি দ্রব্যেই থাকে। তাই সংযোগকে সামান্য গুণ বলা হয়েছে।

সংযোগ দুই প্রকার ঃ কর্মজন্য সংযোগ এবং সংযোগজন্য সংযোগ। হস্তের ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হস্ত-পুস্তক সংযোগ কর্মজন্য সংযোগ। হস্তের ক্রিয়ার দ্বারা হস্ত-পুস্তক সংযোগ উৎপন্ন হলে সাথে সাথে যে শরীরপুস্তক সংযোগ উৎপন্ন হয় তা সংযোগজন্য সংযোগ।

সংযোগ একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। সংযোগ যে দুটি দ্রব্যে থাকে, সে দুটি দ্রব্যের সর্বাংশ ব্যাপে থাকে না। তাই সংযোগ যে অধিকরণে থাকে, সেখানে সংযোগের অভাবও থাকে। বৃক্ষের শাখাপ্রদেশে কপি বা বানর বসে থাকলে যেমন আমরা বলি কপিসংযোগবান বৃক্ষ, তেমনি বৃক্ষের মূলপ্রদেশে কপি সংযোগের অভাব থাকলে, আমরা বলি কপিসংযোগাভাববান বৃক্ষ। সংযোগ পৃথিবী প্রভৃতি নটি দ্রব্যেই থাকে। সংযোগ সর্বদ্রব্যবৃত্তি। তাই সংযোগ সামান্য গুণ।

বিভাগ(disjunction)ঃ সংযোগ নাশক যে গুণ তাকে বিভাগ বলা হয়(সংযোগনাশকঃ গুণঃ বিভাগঃ) বিভাগের লক্ষণে ‘সংযোগনাশক’ শব্দ থাকায় ঐ লক্ষণের রূপাদি গুণে আর অতিব্যাপ্তি হবে না। রূপাদি প্রভৃতি গুণ হলেও তারা সংযোগনাশক হয় না। বিভাগের লক্ষণে ‘গুণ’ শব্দ থাকায় কালে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ কাল সংযোগনাশক হলেও তা গুণ নয়, দ্রব্য।

বিভাগ দু প্রকার ঃ কর্মজন্য ও বিভাগজন্য। হাতের ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হস্তপুস্তক বিভাগ কর্মজন্য বিভাগ। আর হাতের ক্রিয়ার জন্য হস্তপুস্তক বিভাগ উৎপন্ন হলে যে শরীর পুস্তক বিভাগ উৎপন্ন হয় তা বিভাগজন্য বিভাগ। বিভাগ পৃথিবী আদি সব দ্রব্যেই থাকে। তাই বিভাগকে সামান্য গুণ বলা হয়ে থাকে।

পরত্ব ও অপরত্ব(remoteness & nearness)ঃ ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, ‘পর-অপর ব্যবহার অসাধারণে পরত্ব অপরত্বে’ অর্থাৎ পর (দূরবর্তী বা জ্যেষ্ঠ) ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরত্ব এবং অপর(নিকটবর্তী বা কনিষ্ঠ) ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে অপরত্ব বলে। এই দুটি গুণ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনে থাকে।

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার ঃ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব এবং কালিক পরত্ব ও অপরত্ব। যা দূরে তাতে দৈশিক পরত্ব, যা নিকটে তাতে দৈশিক অপরত্ব থাকে। যা জ্যেষ্ঠ তাতে কালিক পরত্ব, যা কনিষ্ঠ তাতে কালিক অপরত্ব থাকে। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব দূর নিকট ব্যবহারের হেতু আর কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ব্যবহারের হেতু।

গুরুত্ব(heaviness)ঃ আদ্যপতনের অসমবায়ি কারণকে গুরুত্ব(আদ্যপতন অসমবায়িকারণং গুরুত্বম্) বলেছেন ন্যায়-বৈশেষিকগণ। গুরুত্ব জড় দ্রব্যের গুণ যা প্রথম পতন ক্রিয়ার কারণ। কোন দ্রব্যের পতন একপ্রকার গমন ক্রিয়া - ঊর্দ্ধদেশ হতে নিম্নদেশে গমন ক্রিয়া। এই নিম্ন দেশগামী গমন ক্রিয়া অনেকগুলি নিম্নগামী গমন ক্রিয়ার সমষ্টি। এই পতন ক্রিয়াগুলির প্রথম পতন ক্রিয়াকে বলে আদ্যপতন। এই ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যটি এই ক্রিয়ার সমবায়ি কারণ এবং এই ক্রিয়ার(আদ্যপতন) অসমবায়ি কারণ ঐ দ্রব্যের গুরুত্ব ওজন বা ভার। গুরুত্ব গুণটি পৃথিবী ও জল এই দুটি দ্রব্যে থাকে।

দ্রবত্ব(fluidity)ঃ স্যন্দনের অসমবায়ি কারণকে দ্রবত্ব বলে(স্যন্দন অসমবায়িকারণং দ্রবত্বম্)। কোন তরল দ্রব্যের প্রবাহকে স্যন্দন বলে। এই গুণটি পৃথিবী, জল, তেজে থাকে। স্যন্দন গুণটি তেল, ঘি প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যে, জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থে থাকে।

স্নেহ(viscidity)ঃ স্নেহ কেবল মাত্র জলের গুণ এবং এই গুণ চূর্ণাদি দ্রব্যের পিণ্ডভাবের কারণ। জলের যে গুণটি দ্বারা চূর্ণ, আটা ময়দা পিণ্ডাকারে পরিণত হয়, তাকে স্নেহ বলে।

গব্দ(sound)ঃ শব্দ ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত গুণকে শব্দ বলে(শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণঃ শব্দঃ)। শব্দ কেবলমাত্র আকাশে থাকে। শব্দের লক্ষণে 'গুণ' শব্দ থাকায় ঐ লক্ষণের শব্দত্বে অতিব্যাপ্ত হবে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, বিভিন্ন প্রকার শব্দে অনুগত ধর্মরূপে বর্তমান শব্দত্ব জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তা শ্রোত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। শব্দত্ব শ্রোত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও তা গুণ নয়, জাতি। শব্দের লক্ষণে 'শ্রোত্র' শব্দ থাকায় রূপাদি গুণে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। রূপাদি গুণ হলেও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

শব্দ দুই প্রকার ঃ ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা ভাষা গঠিত। যে শব্দ ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত হয় না তাকে ধ্বনি বলে। ভেরী ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র থেকে যে শব্দ বহির্গত হয়, যাকে পৃথক পৃথক বর্ণে বিভক্ত করা যায় না, তাকে ধ্বনি বলে।

শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। কর্ণ ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ গৃহীত হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কর্ণ ইন্দ্রিয় হচ্ছে কর্ণবিবরবর্তী আকাশ। আকাশে শব্দ সমবেত। কর্ণ ইন্দ্রিয় বলতে আকাশকে বোঝায় এবং শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ বলে কর্ণ ইন্দ্রিয় শব্দ গ্রহণে সমর্থ হয়।

বুদ্ধি(cognition)ঃ সর্বব্যবহার হেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ - অর্থাৎ সকল প্রকার ব্যবহারের হেতুকে বুদ্ধি বলে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, বোধ, ধী ইত্যাদি শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বুদ্ধি আত্মার গুণ। ইহা জীবাত্মার বিশেষ গুণ। পরমাত্মা বা ঈশ্বরেও জ্ঞান থাকে। তবে জীবের জ্ঞান অনিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য।

সুখ(pleasure)ঃ সকলে যা অনুকূল বলে অনুভব করে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তাকেই সুখ বলা হয়েছে। (সর্বেষাং অনুকূল বেদনীয়ং সুখম্) সুখ সকলের ইচ্ছার বিষয়। কিন্তু কেবল সুখই ইচ্ছার বিষয় হয় না। যে বিষয় কারও সুখ উৎপন্ন করে, তা সেই সুখের জন্য ইচ্ছার বিষয় হয়। কিন্তু সুখ স্বতঃই বা নিজের জন্যই ইচ্ছার বিষয় হয়।
সুখ জীবাত্মার বিশেষ গুণ। জীবাত্মায় সমবায় সম্বন্ধে সুখ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন সুখের যে অনুগত ধর্ম সুখত্ব তাই সুখের লক্ষণ। 'আমি সুখী' এই অনুব্যবসায়ে যে সুখত্বের প্রকাশ হয় তাই সুখের লক্ষণ।

দুঃখ(pain)ঃ যা সকলে প্রতিকূল বলে অনুভব করে তাই দুঃখ। যা দ্বেষের বিষয় তাই ‘প্রতিকূল’ শব্দের অর্থ। দুঃখ নিজের জন্যই, অন্য কিছুর জন্য নয়, দ্বেষের বিষয় হয়ে থাকে। দুঃখ জীবাত্মার বিশেষ গুণ। সুখ, দুঃখ ঈশ্বরে থাকে না। ‘আমি দুঃখী’ - এই অনুব্যবসায়ে যে দুঃখত্বের প্রকাশ হয় তাই দুঃখের লক্ষণ।

ইচ্ছা(desire)ঃ ইচ্ছা জীবাত্মার বিশেষ গুণ। ইচ্ছা পরমাত্মা বা ঈশ্বরেরও গুণ। তবে পরমাত্মার ইচ্ছা নিত্য। কোন কিছুর জন্য তৃষ্ণা বা কামকে ইচ্ছা বলা হয়েছে (ইচ্ছা কামঃ)।

দ্বেষ(aversion)ঃ দ্বেষও সুখ, দুঃখের ন্যায় জীবাত্মার বিশেষ গুণ। কোন কিছুর প্রতি ক্রোধকে দ্বেষ বলা হয়েছে(ক্রোধো দ্বেষঃ)।

প্রযত্ন(effort)ঃ প্রযত্ন জীবাত্মার বিশেষ গুণ। প্রযত্ন পরমাত্মা বা ঈশ্বরেরও গুণ। তবে ঈশ্বরের প্রযত্ন জ্ঞান ও ইচ্ছার মত নিত্য। প্রচেষ্টা বা কৃতিকে প্রযত্ন বলা হয়েছে (কৃতি প্রযত্নঃ)। জ্ঞান ইচ্ছার কারণ, ইচ্ছা প্রযত্নের কারণ। ইচ্ছার বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। দ্বেষের বিষয় পরিহারের জন্যও প্রযত্ন উৎপন্ন হয়।

ধর্ম(merit)ঃ বৈদিক শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবাত্মায় যে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়, তাকে ধর্ম বলা হয়েছে(বেদবিহিত কর্মজন্যো ধর্মঃ)। ধর্ম বলতে পুণ্যকে বোঝায়। ধর্ম সুখের কারণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, আমরা যে সুখ-দুঃখ ভোগ করি তা লৌকিক কারণ ছাড়াও কোন অলৌকিক কারণের ফল। এই অলৌকিক কারণকে ‘অদৃষ্ট’ বলা হয়েছে। ধর্ম বা পুণ্য, অধর্ম বা পাপ অদৃষ্টের দুটি প্রকার।

অধর্ম(demerit)ঃ বৈদিক শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবাত্মায় যে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়, তাকে অধর্ম বলা হয়েছে (নিষিদ্ধ কর্মজন্যঃ তু অধর্মঃ) অধর্ম বলতে পাপকে বোঝায়। অধর্ম দুঃখের কারণ। ধর্ম ও অধর্মকে আমাদের সুখ-দুঃখ ভোগের অলৌকিক কারণ বলার দ্বারা বোঝান হয়েছে যে জীবাত্মার গুণরূপে ধর্ম ও অধর্মকে অনুব্যবসায় বা মানসপ্রত্যক্ষে জানা যায় না।

সংস্কার(tendency)ঃ ন্যায়-বৈশেষিক মতে, সংস্কার তিন প্রকার ঃ বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপকতা। যাতে সংস্কারত্ব জাতি আছে তাকে সংস্কার বলে(সংস্কারত্ব জাতিমান্ সংস্কারঃ)।

ক) যা ক্রিয়ার দ্বারা জন্য বা উৎপন্ন হয়ে অন্য ক্রিয়ার জনক তাকে বেগ বলে (ক্রিয়া-জন্যত্বে সতি ক্রিয়া জনক)। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু দ্বারা নির্মিত দ্রব্যে ও মনে বেগ থাকে। একটি আম যখন গাছ থেকে মাটিতে এসে পড়ে, তখন প্রথম পতন ক্রিয়াটি ঘটে আমের গুরুত্ব, ওজন বা ভারের জন্য। তারপর ঐ পতন ক্রিয়ার দ্বারা আমটিতে বেগ উৎপন্ন হয়। তাই বলা হয় বেগ হল দ্বিতীয়াদি পতনের অসমবায়িকারণ।

খ) ভাবনারূপ সংস্কার অনুভব জন্য হয়ে স্মৃতির কারণ হয়(অনুভবজন্যা স্মৃতি হেতুঃ ভাবনা)। ভাবনারূপ সংস্কার অনুভব জন্য তা সকলেই স্বীকার করেন। ভাবনার লক্ষণে ‘অনুভব’ শব্দ থাকায় ঐ লক্ষণের আত্মা, আত্ম-মনঃসংযোগ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ আত্মা প্রভৃতি স্মৃতির হেতু হলেও তারা অনুভব জন্য নয়। ভাবনারূপ সংস্কারের লক্ষণে ‘সমৃতিহেতু’ শব্দ না দিলে ঐ লক্ষণের অনুভবধ্বংসে অতিব্যাপ্তি হত। কেননা অনুভবধ্বংসের প্রতি অন্য কারণ ছাড়া অনুভবও কারণ। ভাবনারূপ সংস্কার অনুভব জন্য ও স্মৃতির হেতু। কিন্তু অনুভবধ্বংসও অনুভব জন্য, কিন্তু স্মৃতির হেতু নয়। ভাবনা নামক সংস্কার জীবাত্মার বিশেষ গুণ। পরমাত্মার সংস্কার থাকে না।

গ) স্থিতিস্থাপকতা পার্থিব বস্তুর একটি গুণ যার জন্য একটি বস্তু পরিবর্তিত কোন অবস্থা হতে পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায় (অন্যথাকৃতস্য পুনস্তদবস্থাঅপাদকঃ স্থিতিস্থাপকঃ); যেমন একটি গাছের শাখাকে টেনে ছেড়ে দিলে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে; একটি জড়ানো মাদুর খুলে দিলে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এমন ঘটে ঐ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্য। এই গুণটি কেবল পার্থিব দ্রব্যে থাকে। বেগ ও স্থিতিস্থাপক নামক সংস্কার সামান্য গুণ, কিন্তু ভাবনা নামক সংস্কার বিশেষ গুণ। বেগ, স্থিতিস্থাপকতা ও ভাবনা তিনটিতেই সংস্কারত্ব জাতি থাকায় সংস্কার বলে অভিহিত হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ